মুফতী এহতেশামুল হক কাসিমী

মসজিদ

আদাব-আহকাম, পরিচালনা
দায়িত্ব ও কর্তব্য

মসজিদ

আদাব-আহকাম, পরিচালনা
দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুফতী এহতেশামুল হক কাসিমী

শায়খুল হাদিস, জামিয়া দারুল কুরআন, সিলেট
ইমাম ও খতিব, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ শিবগঞ্জ, সিলেট

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৮০, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97691-1-8

Masjid
by **Mufti Ahteshamul Haque Qasimee**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

ওয়ালিদাইন, আসাতিজায়ে কিরাম ও মুসল্লিয়ানে ইজামের সিহহাতে দায়িমার সঙ্গে হায়াতে তাইয়িবার বাসনায় এবং দীনি ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল নক্ষত্র মরহুম গোলাম আম্বিয়া লিমনের রুহানি ও জিসমানি মাগফিরাত কামনায়...

জালালাবাদ ইমাম সমিতির সভাপতি

মাওলানা হাফিজ মজদুদ্দীন আহমদের

বাণী ও দুআ

حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد!

দুনিয়ার সকল মসজিদ বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলার ঘর। এগুলো পৃথিবীর সর্বাধিক পবিত্রতম স্থান ও প্রশান্তিময় জায়গা। আল্লাহ তাআলা মসজিদকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে মসজিদ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মর্যাদার কথা সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। রাসুল ﷺ-এর আহাদিসে মুবারাকায়ও মসজিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথেষ্ট ও যথাযথ শানমানের কথা বিধৃত হয়েছে।

আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সম্পর্কের ভিত্তিতে মর্যাদায় পার্থক্য হয়। কোনোকিছু স্বাভাবিক ছোট মনে হলেও আল্লাহ ও রাসুল সা.-এর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তা মহৎ ও প্রিয়তর হয়ে ওঠে। তার মহিমা হয়ে ওঠে আকাশচুম্বী। বিষয়টি মসজিদের ইমাম, মুআজ্জিন ও খাদিমদের ক্ষেত্রে অনুরূপ। এসব ব্যক্তি সাধারণত কুরআনের হাফিজ, দীনের আলিম এবং পরহেজগার হওয়ায় এমনিতেই সম্মানিত; কিন্তু মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে তাঁদের অবস্থান আরও উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়।

মসজিদের খাদিমদের এমন মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় যে, মসজিদের ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীলরা তাঁদের প্রতিনিয়ত হেয়প্রতিপন্ন করছেন। তাঁদের অধিকার আদায়ে অবহেলা করছেন। এমনকি তাঁদের সম্মানও ক্ষুণ্ণ করা হয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয়। যেখানে একজন সাধারণ মুসলিমকে অবমাননা ও অবজ্ঞা করা জায়িজ নয়, সেখানে মহান দায়িত্ব পালনের কারণে সমাজের অনন্য অবস্থানে থাকা মসজিদের মহান খাদিমদের অপমান করা কীভাবে বৈধ হতে পারে!

তাই মসজিদ পরিচালনা কমিটির নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, মসজিদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শরিয়তের নীতিমালা অনুসরণ করা। মসজিদের আদাব ও আহকাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা। এ ব্যাপারে আমার প্রিয়ভাজন জামিয়া দারুল কুরআন সিলেটের শায়খুল হাদিস মাওলানা মুফতী এহতেশামুল হক কাসিমী অত্যন্ত

চমৎকার একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি আগাগোড়া আমি একনজর দেখেছি। মসজিদের আদাব-আহকাম, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিশ্লেষণধর্মী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থটিতে তিনি চমৎকার বর্ণনাশৈলীতে তুলে ধরেছেন। আশা করি যেকোনো পাঠক এর মাধ্যমে অনেক উপকৃত হবেন। বিশেষ করে মসজিদ পরিচালনা কমিটির জন্য গ্রন্থটি রাহবারের ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহপাক গ্রন্থটিকে দেশ, জাতি ও ধর্মের কল্যাণে কবুল করুন। লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন!

পরিশেষে জালালাবাদ ইমাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে মসজিদের দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন নিজেদেরকে সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে বিবেচনা না করে মসজিদের খাদিম মনে করেন। মসজিদের খাদিমদের সঙ্গে সহানুভূতি, ভালোবাসা ও দয়ার আচরণ করেন। তাঁদের আত্মসম্মানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইমাম-মুআজ্জিনদের পার্থিব চাহিদা মেটাতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন!

মজদুদ্দীন আহমদ
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশকের কথা

সুন্দর শান্তিময় সমাজের জন্য দায়িত্বসচেতনতা অপরিহার্য এক অনুষঙ্গ। এই সচেতনতার অনুশীলন করতে হয় ব্যক্তিপর্যায় থেকে। ব্যক্তি তার দায়িত্বে সচেতন হলে সমাজের গতি-প্রকৃতি এমনিতেই পরিশুদ্ধির দিকে অভিযাত্রা করে। ফলে পরিশীলিত সমাজ নির্মাণে আত্মগঠন ও সমালোচনার বিকল্প নেই। আর এই দুয়ের প্রথম ধাপ হলো ব্যক্তি তার দায়িত্ব বোঝা এবং এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

আজকের এই সমাজ ক্রমাগত অতলের দিকে যাওয়ার অন্যতম কারণ দায়িত্বে অবহেলা। এই অবহেলা হয় সাধারণ দুটি কারণে—ব্যক্তি তার দায়িত্ব বুঝতে বা চিহ্নিত করতে না পারা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির চিন্তা ও বোধে আত্মসমালোচনার চর্চা না থাকা।

মসজিদ মুসলিমসমাজের প্রাণকেন্দ্র। ফলে ইসলামি সমাজ গঠন ও পরিচালনায় মসজিদ-সংশ্লিষ্ট আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো জানা অতীব জরুরি। কারণ, এগুলোও ইবাদতের মধ্যে শামিল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মসজিদের একজন সাধারণ মুসল্লি থেকে নিয়ে ইমাম-মুআজ্জিন ও পরিচালনা-পর্ষদের কার কী দায়িত্ব এবং সেগুলো কে কীভাবে আদায় করবেন, এর বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে কুরআন-হাদিস এবং সমাজবাস্তবতা ও চাহিদার বয়ানে। লেখকের ইলমি উচ্চতা, সুতীক্ষ্ণ বোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ এবং ইমামতির ময়দানের এক যুগের অভিজ্ঞতার মিশেল গ্রন্থটিকে দিয়েছে অনন্যতার অন্যরকম এক ছোঁয়া।

আমি আশাবাদী, গ্রন্থটি ব্যাপকহারে পাঠকের—বিশেষত প্রতিটি মসজিদের ইমাম-মুআজ্জিন, খতিব ও দায়িত্বশীলদের—বরাবর পৌঁছাতে পারলে জ্ঞানচর্চার এবং পরিশীলিত সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফিক দিন এবং গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশের নেক মাকসাদ পূরণ করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

মসজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য # ১৭

এক : মসজিদের পরিচয় ১৭
দুই : মসজিদ আল্লাহর ঘর ১৯
তিন : মসজিদ পরকালের বাজার ২০
চার : মসজিদ জান্নাতের বাগান ২০
পাঁচ : মসজিদ দুনিয়ার প্রথম ও শেষ ঘর ২১
ছয় : মসজিদের প্রতিবেশী হওয়ার ফজিলত ২১
সাত : বাড়ির যেকোনো স্থানকে মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা সুন্নাত ২২
আট : মসজিদের স্তর ও ক্রমবিন্যাস ২৩
নয় : মসজিদ নির্মাণের ফজিলত ২৪
দশ : মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ২৬
এগারো : সম্পর্কের কিছু দিক ২৬
বারো : মিহরাবুল মসজিদ ৩৫
তেরো : মিম্বার একটি শ্রেষ্ঠ মিডিয়া ৩৮
চৌদ্দ : মসজিদ : উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ও প্রাণকেন্দ্র ৩৯
পনেরো : মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে করণীয় ৪০
ষোলো : আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে মসজিদ যেমন হওয়া উচিত ৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদাবুল মসজিদ # ৪৩

এক : মসজিদে যাওয়ার পথে দুআ ৪৩
দুই : অজু করে মসজিদের দিকে যাওয়া ৪৪

তিন : মসজিদে যাওয়ার সময় ধীর-স্থিরভাবে চলা ৪৫
চার : মসজিদে প্রবেশ ও বেরোনোর সময় দুআ পাঠ করা ৪৬
পাঁচ : তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করা ৪৬
ছয় : মসজিদে বেচাকেনা না করা ও হারানো জিনিস না খোঁজা ৪৬
সাত : পোশাক ও সাজসজ্জা ৪৭
আট : দুর্গন্ধযুক্ত কোনোকিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া ৪৭
নয় : আজানের পরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া ৪৮
দশ : মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা ৪৮
এগারো : মসজিদকে রাস্তা হিসেবে গ্রহণ না করা ৪৯
বারো : মসজিদে কণ্ঠস্বর উচ্চ বা শোরগোল না করা ৪৯
তেরো : জুনুবি, হায়িজ ও নিফাসগ্রস্তদের মসজিদে অবস্থান না করা ৫১
চৌদ্দ : মসজিদ অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকা ৫১
পনেরো : জুমুআর দিনের আদব বা শিষ্টাচার ৫২
ষোলো : উপসংহার ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

মাসায়িলে মসজিদ # ৫৭

এক : মসজিদ-সংক্রান্ত ৪০টি মাসআলা ৫৭
দুই : মসজিদ স্থানান্তর ৬৮
তিন : চেয়ারে বসে নামাজ : পদ্ধতি ও মূলনীতি ৬৯
চার : মসজিদে মোবাইলের রিংটোন : একটি জরুরি বিশ্লেষণ ৭৫
পাঁচ : নারীদের মসজিদে গমন : একটি দালিলিক বিশ্লেষণ ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব-কর্তব্য # ৮৬

এক : ইমামের পরিচয় ৮৬
দুই : ইমামতের প্রকারভেদ ৮৭
তিন : ইমামতের শর্তাবলি ৮৭
চার : কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইমামের মর্যাদা ৮৯
পাঁচ : রাসুল ﷺ-এর সতর্কবাণী ৯০
ছয় : ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি ৯১

সাত : ইমামতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়-সম্পর্কিত জ্ঞান ৯২
আট : ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৯৫
নয় : ইমামের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য ৯৬
দশ : ভাষাগত দক্ষতা অর্জন ৯৮
এগারো : মসজিদকেন্দ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ১০০
বারো : ইমাম ও সামাজিক দায়িত্ব ১০২
তেরো : মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের রূপরেখা ১০৫
চৌদ্দ : সামাজিক নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠায় ইমাম সাহেবের করণীয় ১০৬
পনেরো : ইমাম ও মকতবশিক্ষা ১০৭
ষোলো : বিবেকের পিঠে চাবুকের আঘাত ১০৭
সতেরো : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১০৮
আঠারো : ইমাম-মুআজ্জিন বনাম ইন্টারভিউ সমাচার ১১১
উনিশ : খতিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১১৩
বিশ : একজন খতিবের ন্যূনতম যোগ্যতা ১১৪

পঞ্চম অধ্যায়

মুআজ্জিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য # ১১৫

এক : মুআজ্জিনের পরিচয় ১১৬
দুই : মুআজ্জিনের গুণাবলি ১১৬
তিন : মুআজ্জিনের মর্যাদা এবং আজানের ফজিলত ১১৭
চার : মুআজ্জিনের আজানে শয়তান পলায়ন করে ১১৭
পাঁচ : নামাজের সময় নির্ধারণ ১১৮
ছয় : বেতন-ভাতা ১১৮
সাত : মুআজ্জিনের ফজিলত ১১৯
আট : মুআজ্জিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১২২
নয় : জিন্দাবাদের বদলে নিন্দাবাদ ১২২
দশ : সাবাহি মকতব : দীনের বুনিয়াদি দুর্গ ১২৩
এগারো : সাবাহি মকতবের বেহাল দশা ১২৪
বারো : অধঃপতন ও উত্তরণ ১২৪
তেরো : আল্লামা ইকবালের মন্তব্য ১২৫
চৌদ্দ : সমস্যা, সমাধান এবং আত্মসমালোচনা ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য # ১২৯

এক : মসজিদের খাদিমের মর্যাদা ও ফজিলত ১৩০
দুই : একজন খাদিমার প্রতি রাসুলের ভালোবাসা ১৩১
তিন : পরিচালনা কমিটির কর্তব্য ১৩২

সপ্তম অধ্যায়

মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য # ১৩৩

এক : মসজিদ কমিটি এবং একটি মূলনীতি ১৩৪
দুই : কমিটির গঠনপদ্ধতি ও মেয়াদ ১৩৫
তিন : কমিটির যোগ্যতা ও গুণাবলি ১৩৫
চার : কমিটির পদ বা দায়িত্বের বিবরণ ১৩৭
পাঁচ : মসজিদ কমিটির মৌলিক দায়িত্ব ১৩৮
ছয় : মসজিদ কমিটির প্রতি কিছু কথা ১৩৯
সাত : মুতাওয়াল্লি ও মসজিদ কমিটির প্রতি জরুরি কিছু পরামর্শ ১৪০

অষ্টম অধ্যায়

সাধারণ মুসল্লিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য # ১৪৬

এক : নামাজের গুরুত্ব এবং নামাজিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৪৬
দুই : নামাজের ফজিলত ১৪৭
তিন : নামাজের প্রতি ভালোবাসা ১৪৯
চার : নামাজের প্রতি সাহাবিদের অফুরন্ত ভালোবাসা ১৫১
পাঁচ : একটি ভুল ধারণার খণ্ডন ১৫৩
ছয় : নামাজি পাঁচ প্রকার ১৫৩
সাত : সাধারণ মুসল্লির দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৫৫
আট : উপসংহার ১৫৭

গ্রন্থপঞ্জি # ১৫৯

লেখকের কথা

দুই হাজার ষোলো সালের কথা। ইমাম-মুআজ্জিন পরিষদ, সিলেট খাদিমপাড়া ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলা মিলনায়তনে এক ইমাম-মুআজ্জিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন উসতাজে মুহতারাম মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সুনামগঞ্জী রাহ.। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলাম আমি অধমও। অনুষ্ঠান শেষে হজরতের গাড়িতে করে একসঙ্গে ফিরে আসছিলাম নিজ নিজ গন্তব্যে। ফেরার পথে হজরত রাহ. বিভিন্ন বিষয়ের অসংগতি নিয়ে আত্মসমালোচনামূলক কিছু কথা বললেন। আমি চুপ করে তাঁর কথাগুলো শুনতে থাকলাম। একপর্যায়ে আমাকে বললেন, 'তুমি আমাদের মাসিক *আল কাসিমে* লেখো না কেন?' জবাবে বললাম, 'হুজুর, এ রকম ফরমায়েশের অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন। আজ সেই অপেক্ষার অবসান হলো। আগামী মাস থেকে *আল কাসিমে* নিয়মিত লিখব ইনশাআল্লাহ।

তখন আমি মেজরটিলা শ্যামলী জামে মসজিদে নতুন ইমাম ও খতিব। সাবেক এমপি এডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরীর আদেশ ও পরামর্শে এবং এলাকার মুরব্বিদের অনুরোধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হই।

যাইহোক, এভাবেই জনসাধারণের সঙ্গে অধমের ওঠাবসা শুরু হলো। একদিকে দীনি দাওয়াতের পরিধি বিস্তৃত হলো, অপরদিকে শুবায়ে ইমামতির নফা-জারার ধরা পড়তে শুরু করল। আইম্মায়ে মাসাজিদ ইখতিলাতুল আওয়ামের কসরতের কারণে কী পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং দুনিয়াবি মাফাদের ফলে কী পরিমাণ ইলমি ইনহিতাতের শিকার হন, তা একটা একটা করে ধরা পড়তে লাগল। পাশাপাশি ইমাম-মুআজ্জিন ও খাদিমদের সঙ্গে কমিটি এবং সাধারণ মুসল্লিরা কে কেমন আচরণ করেন, তা-ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এসব অসংগতি নিয়ে কথা বলা দরকার। জবানের বয়ানে এবং কলমের লিসানে সমস্যাগুলো তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। অন্যরা এসব বিষয় নীরবে সহ্য করলেও আমি পারছিলাম না।

ঠিক তখনই উসতাজে মুহতারাম সুনামগঞ্জী হুজুরের ফরমায়েশ এল। লেখা শুরু করলাম। পরের মাসে *মাসিক আল-কাসিমে* 'মসজিদ পরিচালনা : দায়িত্ব ও কর্তব্য' শিরোনামে একটি লেখা তুলে ধরলাম। ইমাম-খতিব, মুআজ্জিন-খাদিম, মুতাওয়াল্লি বা মসজিদ কমিটি এবং সাধারণ মুসল্লি—কার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা সংক্ষেপে পেশ করলাম।

লেখা একটু লম্বা হওয়ায় প্রথম পর্বে অর্ধেক প্রকাশিত হলো, বাকি অর্ধেক প্রকাশিত হওয়ার আগেই অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে *আল-কাসিমের* প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে যা লেখালিখি করেছিলাম, প্রকাশিত সব লেখা একত্রিত করে সংযোজন-বিয়োজন শেষে এবার গ্রন্থাকারে পাঠক বরাবর তুলে ধরা হলো।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মসজিদের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আদাবুল মাসাজিদ, তৃতীয় অধ্যায়ে মসজিদ-সংক্রান্ত জরুরি ৪০টি মাসআলা, চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুআজ্জিন ও খাদিমের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে মুতাওয়াল্লি বা মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে শরয়ি নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং শেষ অধ্যায়ে সাধারণ মুসল্লিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আশা করি পাঠক গ্রন্থটি পড়লে অনেক উপকৃত হবেন। ইমাম-মুআজ্জিনরা ইলমি খোরাক পাবেন। বিশেষ করে মসজিদ পরিচালনায় যারা জড়িত, গ্রন্থটি তাদের চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউ-ই ভুলের উর্ধ্বে নই। তাই আলোচ্য গ্রন্থেও অনিচ্ছাবশত ভুল থেকে যেতে পারে। কোনো সুহৃদের নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে জানাবেন, পরবর্তী মুদ্রণে শুধরে নেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনো পরামর্শ থাকলে তা-ও জানাবেন। আল্লাহপাক অধমের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং লেখক-পাঠক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দেশ-জাতি ও দীনের কল্যাণে কাজ করার তাওফিক দিন। আমিন!

এহতেশামুল হক কাসিমী
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রথম অধ্যায়

মসজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান মসজিদ। মুসলিমরা এখানে দৈনিক পাঁচবার দীনের অন্যতম ভিত্তি নামাজ আদায় করে থাকেন। সে কারণে দীনের অন্যান্য কাজ সম্পাদনেও মসজিদের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক। মসজিদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের উপাসনালয়ের মতো নয়; বরং মসজিদের সঙ্গে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মসজিদ হলো ইসলামের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হলো মসজিদ। মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি আন্তর্জাতিক কার্যক্রমও পরিচালিত হয় মসজিদকে ঘিরে। এটি মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র, যেখানে তারা প্রতিদিন পাঁচবার মিলিত হয়ে রবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক খোঁজখবর রাখেন এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে তারা আরও বড় পরিসরে জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে জুমুআর নামাজ আদায় করেন। ফলে সমাজে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং সুসংহত ও সুসংবদ্ধ একটি সমাজ গড়ে ওঠে।

এক. মসজিদের পরিচয়

১. আভিধানিক অর্থ

মসজিদ مسجد শব্দটি আরবি। এটি سجد শব্দমূল থেকে উদ্‌গত। ইসমুল মাকান বা স্থানবাচক শব্দ হিসেবে مسجد শব্দটির অর্থ হয় 'অবনত হওয়ার স্থান'। আল্লামা জারকাশি রাহ. এ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—যেহেতু মসজিদে নামাজ আদায় করা হয়; আর নামাজের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সিজদা, যা আল্লাহর নৈকট্যলাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম; এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ বলা হয়।[১]

---

[১] *ইলামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ*, জারকাশি : ২৮।

২. পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে মসজিদ বলা হয়, المكان الذي أُعِدَّ للصلاة فيه على الدوام অর্থাৎ, নামাজের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট স্থান।[২] আর ব্যাপকার্থে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য পৃথিবীর সব পবিত্র স্থানই মসজিদ। আল্লামা কাজি ইয়াজ রাহ.-এর মতে, এটি এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। আল্লামা জারকাশি বলেছেন, 'আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া নামাজ আদায় করতে পারতেন না; কিন্তু আমাদের জন্য পবিত্র সব জায়গায়ই নামাজ আদায় বৈধ করা হয়েছে।'[৩]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি—১. আমাকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের ব্যবধান থেকেও অনুভূত হয়। ২. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেখানে যার নামাজের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সে নামাজ আদায় করে নেবে। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. প্রত্যেক নবিকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হতো; আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি। ৫. আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৪]

আবু জার রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে এসেছে; রাসুল ﷺ বলেছেন,

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ.

যেখানেই নামাজের সময় হবে, সেখানেই নামাজ আদায় করে নেবে; সেটাই মসজিদ।[৫]

---

[২] *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, মুহাম্মাদ কালয়াজি : ৩৯৭।

[৩] *ইলামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ*, জারকাশি : ২৭।

[৪] *সহিহ বুখারি* : ৩৫৩; *সহিহ মুসলিম* : ৫২১।

[৫] *সহিহ বুখারি* : ৪২৫; *সহিহ মুসলিম* : ৫২০।

ইমাম নববি রাহ. বলেন, এই হাদিস শরিয়তে নিষিদ্ধ জায়গা (কবরস্থান, অপবিত্র স্থান, টয়লেট-গোসলখানা ইত্যাদি) ছাড়া বাকি সব জায়গায় নামাজ বৈধ হওয়া প্রমাণ করে।[৬]

যদিও পুরো ভূপৃষ্ঠই মসজিদ, এরপরেও বিশ্বের যেখানেই মুসলিমরা বাস করছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে মসজিদ। আল্লাহর ইবাদত, সামাজিক মেলবন্ধনসহ নানাবিধ হিকমতে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছে মসজিদ। এক পরিসংখ্যানমতে, সারা বিশ্বে ৪০ লাখেরও বেশি মসজিদ রয়েছে; আর বাংলাদেশে রয়েছে ৫ লাখেরও বেশি মসজিদ; শুধু ঢাকা শহরেই রয়েছে প্রায় ১০ হাজার মসজিদ। আয়তনের সঙ্গে সংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশেই মসজিদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

দুই. মসজিদ আল্লাহর ঘর

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ بُيُوْتَ اللهِ تَعَالَى فِيْ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا

> নিশ্চয় এই দুনিয়ায় আল্লাহর ঘর হলো মসজিদসমূহ। আর আল্লাহ ওই ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির দায়িত্ব নিয়েছেন, যে তাঁর ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে।[৭]

তাই মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই প্রতি সম্মান প্রদর্শনরূপে বিবেচিত। আর মসজিদের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ ও বেআদবি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকেই অশ্রদ্ধা ও বেআদবির নামান্তর। (নাউজুবিল্লাহ)

উল্লেখ্য, হাদিস দ্বারা জানা গেল দুনিয়ার সকল মসজিদ আল্লাহর ঘর; কিন্তু এ কথা দ্বারা এমন ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরে এমনভাবে উপবিষ্ট আছেন, যেমন আমরা ঘরের মধ্যে উপবেশন করি; বরং কথাটি এভাবে বুঝতে হবে—যেমন, সূর্যের সামনে যদি আয়না রাখা হয়, তাহলে সূর্যের বিশেষ কিরণে আয়নাও ঝলমলিয়ে ওঠে এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে তোলে; অথচ জমিন থেকে লক্ষ গুণ বড় এই সূর্য কোনোভাবেই ক্ষুদ্র আয়নার ভেতরে সংকুলান হতে পারে না। তেমনিভাবে আল্লাহর বিশেষ নুরের জ্যোতি সেই ঘরসমূহের ওপর পড়ে, যা দিয়ে তার মধ্যে আল্লাহর নুর পাওয়া যায় এবং সেখানে বসবাসকারীদের ওপর তার নুর ও আলো বর্ষিত হয়।

---

[৬] শারহু সাহিহ মুসলিম, নববি : ৫/৫।

[৭] কানজুল উম্মাল : ২০৪৪৭।